কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 4 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়ম ভেঙে ৫০ শিক্ষক নিয়োগ দুই বছরেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তে ছিল মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সব কটিতে প্রথম শ্রেণি থাকতে হবে। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের শর্ত পূরণ না করেও এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক দিদারুল ইসলাম। একই বিভাগে একই সময়ে নিয়োগ পাওয়া মোহসীন রেজাও মাধ্যমিকের শর্ত পূরণ করতে পারেননি।

এ ছাড়া অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ইব্রাহিম মিয়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বের শর্ত পূরণ করতে না পারলেও তিনি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ২০১৫ সালে নিয়োগ পাওয়া এ শিক্ষক গত ২৯ জুলাই উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে সিনেটের বিশেষ অধিবেশন চলাকালে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় অংশ নিয়েছিলেন। এই বিভাগে দুটি শূন্য পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও আইন ভেঙে নিয়োগ দেওয়া হয় পাঁচজনকে।

একইভাবে ২০১৬ সালে ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগে নিয়ম লঙ্ঘন করে চারটি পদের বিপরীতে নিয়োগ দেওয়া হয় ৯ জনকে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি থাকার শর্ত দেওয়া হলেও ওই ৯ জনের তিনজন স্নাতকোত্তর পাসই করতে পারেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

উপাচার্য প্যানেলের ওপর স্থগিতাদেশ

▶ পৃষ্ঠা ১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য প্যানেলের ওপর স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট মনোনীত তিন সদস্যের প্যানেল নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত আপিল বিভাগ।

১৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের করা আবেদনের ওপর শুনানি করে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বেঞ্চ গতকাল বৃহস্পতিবার এই আদেশ দেন।

একই সঙ্গে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্ধারণ না করেই উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের জন্য সিনেটের বিশেষ সভা ডাকার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্ট যে রুল জারি করেছিলেন তা চার সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। এ রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আদেশে বলা হয়েছে।

আদালতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খসরু। রিট আবেদনকারীদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ ও ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান খান।

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট সদস্যরা ভোট দিয়ে তিনজনের উপাচার্য প্যানেল ঠিক করেন। এর মধ্য থেকে একজনকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাষ্ট্রপতি।

সিনেটে ছাত্র-শিক্ষকসহ বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের মধ্য থেকেও ২৫ জন প্রতিনিধি এই সিনেটে থাকেন। তবে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্ধারণ বা নির্বাচন না করে গত ২৯ জুলাই সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকায় আদালতে রিট করেন ১৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিমসহ ১৫ জনের করা ওই রিট আবেদনে গত ২৪ জুলাই হাইকোর্ট সিনেট অধিবেশনের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। পরে চেম্বার বিচারপতির আদালত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন।

) আদেশের পর ২৯ জুলাই সিনেটের ওই বিশেষ অধিবেশন হয়। তাতে উপাচার্য প্যানেল নোনীত করা হয়। এ প্যানেলে রয়েছেন বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স রেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক কামাল উদ্দিন ও অধ্যাপক আব্দুল আজিজ। নিয়মানুযায়ী দের মধ্য থেকে একজনকে উপাচার্য নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি।

ঙ্গত, অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের বর্তমান মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগস্ট।